৭. সেচ ও কৃষিখাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান ও অন্যান্ন ফসলের চাষ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকল্প এলাকায় কৃষিখাতে বার্ষিক উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাবে।

৮. অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও জীবন-জীবিকার জন্য পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে এবং রেগুলেটর নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে লবনাক্ত পানি প্রবেশ রোধ করা হবে।

৯. WMF/WMA/WMG এর প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে।

১০. কৃষি ও মৎস্যখাতের উন্নয়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগনের আর্থসামাজিক ও জীবন-জীবিকার মানের উন্নয়ন ঘটবে।

প্রকল্পের অগ্রগতি (১৮-০৯-২০১৮ ইং পর্যন্ত):

বাস্তব অগ্রগতি : ২৮%

আর্থিক অগ্রগতি মোট : টাকা ৯৯০৩.৬২ লক্ষ

প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রম

প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তীতে ৫বৎসর পর্যন্ত আইএমও কর্তৃক সুবিধাভোগীদের সংগঠন WMG, WMA ও WMF এর সহায়তায় সুবিধাভোগীদের মধ্য হতে প্রতিটি পাম্পের জন্য ভেন্ডার নিয়োগ পূর্বক স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেম সেচ ব্যবস্থা চালু করা সহ পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব:

প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ খাল পুনঃখনন, বাঁধ পুনর্বাসন, স্লুইজ নির্মান/পুনর্বাসন, পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো নির্মান, সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন ও প্রকল্পের প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যুৎ বিতরন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে। ইহাতে মুহুরী সেচ প্রকল্পটির সুষ্ঠ পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং অকার্যকর অবকাঠামো সমূহের কার্য ক্ষমতা পুনরায় ফিরে আসবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মুহুরী সেচ প্রকল্প এলাকায় একটি আধুনিক ও কার্যকরী সেচ ব্যবস্থার সূচনা হবে। যাহার ফলে দেশের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ প্রকল্প এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ফেনী জেলার ৫টি ও চট্টগ্রাম জেলার ১টি উপজেলার মোট প্রায় ১০.০০ লক্ষ সুবিধাভোগী সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন সুবিধা পাবে। ইহা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম (২০১৮-১৯ সাল):

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	চুক্তি মূল্য	১৫-০৯-২০১৮ ইং পর্যন্ত অগ্রগতি	
			ভৌত (%)	আর্থিক (টাঃ)
CW-1	Rehabilitation of Costal Embankment, Re-excavation of Khal Group-1 and Re-excavation of Khal Group-2 under Irrigation Management Improvement Project (IMIP)	২৫০১.২৯	৭৩%	১০১০.৯৯
CW-2	Re-excavation of Khal Group-3 and Re-excavation of Khal Group-4 under Irrigation Management Improvement Project for Muhuri Irrigation Project during 2015-16 and 2016-17.	২৭৮৪.৮৬	৭০%	১৪২৬.৪৭
CW-3	For Farmers' Distribution System, Stage-1: Area 2000 ha pipeline under Irrigation Management Improvement Project (IMIP).	১৬৪৭.৫৩	৬০%	৭০০.৯৯
CW-8B	Repair of BWDB buildings of Feni BWDB under IMIP for Muhuri Irrigation Project (ADB Loan No.3135 Ban (SF), ICB Tender Package No: CW-08B.	১২৭.৬৪	১০০%	১৪০.২০
CW-8A	Repair of BWDB buildings of Feni BWDB under IMIP for Muhuri Irrigation Project (ADB Loan No.3135 Ban (SF), ICB Tender Package No: CW-08B.	১১২৯.৩৭	৫৮%	৫৫৬.৬৭

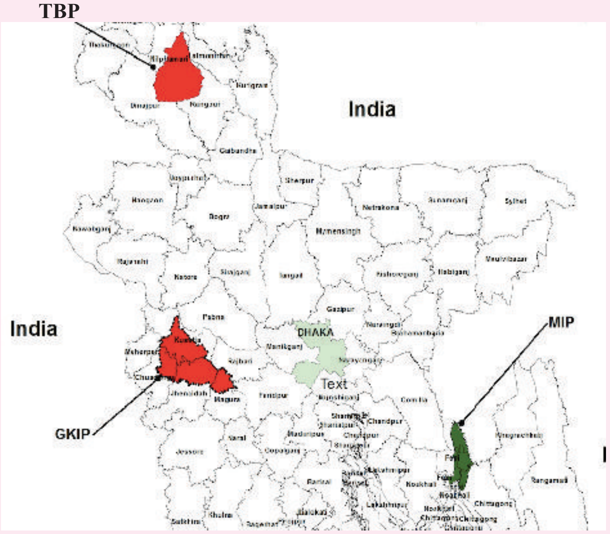

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০১৮

মুহুরী সেচ প্রকল্পের জন্য সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প

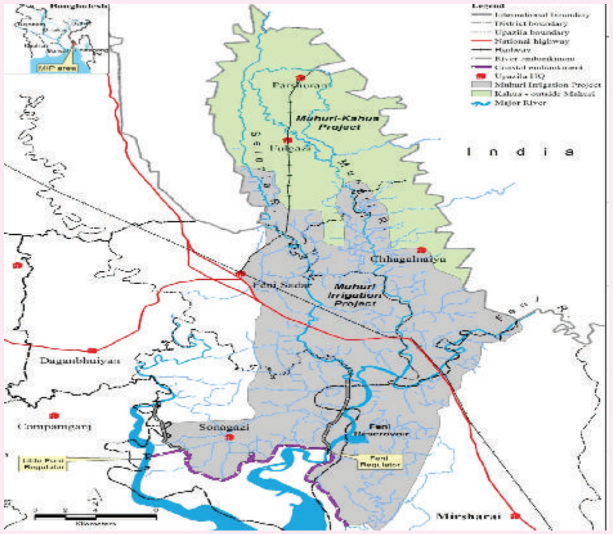

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
www.bwdb.gov.bd
বাপাউবো.বাংলা

পটভূমি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দেশের কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফেনী জেলার মুহুরী উপত্যকায় তিন নদীর (ফেনী, মুহুরী ও সিলোনীয়া) মোহনায় ক্লোজার ও রেগুলেটর নির্মান পূর্বক ১৯৭৭-৭৮ হইতে ১৯৮৫-৮৬ সালে "মুহুরী সেচ প্রকল্প" নামের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। "মুহুরী সেচ প্রকল্প" টি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্প গুলির অন্যতম এবং ইহা একটি স্বার্থক ও ফলপ্রসূ প্রকল্প। এই সেচ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ফেনী জেলায় কৃষির ব্যাপকতর উন্নয়ন ঘটেছে।

দীর্ঘ্য প্রায় ৩০/৩১ বৎসর সেচ কার্যক্রম প্রতিপালন করত: বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পার হওয়ার পর বর্তমানে প্রকল্পটিতে আর আগের মত সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রকল্পের সেচ খালগুলি প্রায় ভরাট, অবকাঠামোগুলি অচল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। দীর্ঘ্য দিন ব্যবহার, সঠিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এবং যথাযথ সংস্কারের অভাবে বর্তমানে প্রকল্পটির কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে প্রকল্পের সেচ এলাকা ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে কমতে থাকে। এই অবস্থা হইতে পরিত্রানের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত জাতের ফসল প্রবর্তন করে অধিক মাত্রায় ফসল উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর সহযোগীতায় Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP) নামে একটি নুতন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করে। প্রকল্পটি বস্তবায়নের কাজ জুলাই-২০১৪ আরম্ভ হয়েছে এবং জুন-২০২০ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে। মুহুরী সেচ প্রকল্পের পানি সম্পদের সুষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করত: অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে ফেনী জেলার পরশুরাম, ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া, ফেনী সদর, সোনাগাজী ও চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার (আংশিক) সহ মোট ৬টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

অর্থের উৎস

GOB ও ADB ঋণ সহায়তায়।

- প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্য ঃ সর্বমোট ৪৫৭৩৫.৭২ লক্ষ টাকা।
- প্রকল্পের সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য ঃ সর্বমোট ৪৬৭১০.১৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

নির্বাচনী এলাকা	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	জুলাই'২০১৪	৩০ জুন' ২০২০

প্রকল্প এলাকা

ফেনী জেলার ফেনী সদর, পশুরাম, ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী ও সোনাগাজী উপজেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার (আংশিক-৮ঠি ইউনিয়ান) এই প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত।

প্রকল্পের আয়তন

প্রকল্প গ্রস এলাকা ৪০,০৮০হেক্টর, চাষযোগ্য জমির পরিমান ২৭,১২৫ হেক্টর ও সেচযোগ্য জমির পরিমান ২৩,০৭৬ হেক্টর (১৭০০০ হেক্টর এলাকায় সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হচ্ছে)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) মুহুরী সেচ প্রকল্পের পূনঃস্বংস্কার পূর্বক সেচ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও পূনর্বাসন করা।

(২) প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতঃ প্রকল্পের টেকসই ও দীর্ঘ স্থায়ী উন্নয়ন করা।

(৩) ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে প্রি-পেইড মিটারিং সিষ্টেমে (ডিজিটাল) পানির লস কমিয়ে ইকোনমিক সেচ ব্যবস্থা চালু করা।

(৪) সুষ্ঠ পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা ও বর্ষা মৌসুমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।

(৫) উন্নতও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি এবং মৎস্য চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ দেশের খাদ্য ঘাটতি দূর করা।

(৬) প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ এলাকার জনগনের আর্থসামাজিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

(৭) কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

প্রকল্প কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িতব্য অংগসমূহ

(ক) ভৌত কাজঃ

১) উপকূলীয় বাঁধ সংস্কার ও পুনরাকৃতিকরণ : ২২.৬০ কিঃমিঃ
২) খাল পূনঃখনন : ৪৬০.০০ কিঃমিঃ
৩) স্লুইস মেরামত/পূনর্বাসন : ৪টি
৪) স্লুইসনির্মান : ২টি
৫) পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত/পূনর্বাসন : ৩টি
৬) পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো নির্মান : ৫টি
৭) পাউবো অফিস বিল্ডিং ও কলোনী মেরামত : ১আইটেম
৮) ভূ-গর্ভস্থ সেচ পাইপ লাইন ও পাম্প স্থাপন:
(i) লো লিফ্ট পাম্প - ৯৫০টি
(ii) প্রি-পেইড মিটার - ৮০০টি
(iii) ইউপিভিসি পাইপ লাইন - ৬৮০ কিঃমিঃ
(iv) আরসিসি পাইপ লাইন - ২০ কিঃমিঃ
(v) জিআই পাইপ লাইন - ১২ কিঃমিঃ।
৯) সেচ পাম্প পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ বিতরন লাইন উন্নীত করন/স্থাপন : ১৮০ কিঃমিঃ।

(খ) অংশগ্রহন মূলক কাজঃ

সুবিধাভোগীদের সংগঠন
WMG : ৩৭টি
WMA : ৬টি
WMF : ১টি

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত Participatory Water Management Rule- 2014 এর আওতায় প্রকল্পের WMG, WMAI WMF সমূহের নিবন্ধন বাপাউবো কর্তৃক করা হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল ও পরিবেশের উপর প্রভাবঃ

১. ভূ-গর্ভস্থ ইউপিভিসি পাইপ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেম সেচ ব্যবস্থা চালু করা হলে পূর্বের তুলনায় পানির অপচয় অনেক কমে যাবে। কৃষকের সেচের খরচ অনেকাংশে কম হবে এবং কৃষক চাহিদা মাফিক সেচের পানি সরবরাহ পাবে।

২. প্রকল্প এলাকায় ডিজেল পাম্পের পরিবর্তে বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষকের সেচ খরচ হ্রাস পাবে এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের ফলে প্রয়োজন ও চাহিদা মত পাম্প চালানো সম্ভব হবে।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন হলেফেনী জেলার ৬টি উপজেলায় ১৭০০০ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান সম্ভব হবে এবং প্রায় ৪০০০০ হেক্টর এলাকাবন্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধা পাবে।

৪. খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন সহ জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে।

৫. বাঁধ ওপানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, পূনর্বাসন ও নির্মান করা হলে প্রকল্পের সেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রন, জলাবদ্ধতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

৬. প্রকল্পের খাল পুনঃখননের মাধ্যমে সেচের জন্য ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার প্রয়োজন হবে না।